চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৮.০৩.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেমন মাতৃসদন হাসপাতালে আধুনিক যন্ত্রপাতি উদ্বোধন করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত মেমন মাতৃসদন হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার (৮ মার্চ) অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব যন্ত্রপাতির উদ্বোধন করেন।মেমনে সংযোজিত হতে যাওয়া যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে ডায়াথার্মি মেশিন, রিফ্লেকটিভ ফোটোথেরাপি (ডাবল), ইনফ্যান্ট রেডিয়েন্ট ওয়ার্মার, ইনফ্যান্ট ইনকিউবেটর, এলইডি অপারেশন থিয়েটার লাইট, বায়ো কেমিস্ট্রি অ্যানালাইজার, হেমাটোলজি অ্যানালাইজার, সাকার মেশিন এবং টেবলটপ সেন্ট্রিফিউজসহ ১০ ধরনের মেডিকেল যন্ত্রপাতি।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ইমাম হোসেন রানা, ডা. হোসনে আরা, ডা. দিদারুল মুনীর, ডা. রহিমা খাতুন, ডা. ফাহমিদা সিলভি, ডা. বাবলী মল্লিকা, সহকারী প্রকৌশলী রুবেল চন্দ্র দাশ, হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সবৃন্দ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "আমরা মেমন মাতৃসদনকে চট্টগ্রামের একটি উন্নত মানের মা ও শিশু হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। অতীতে এ হাসপাতালের যে সুনাম ছিল, আমরা সেই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে কাজ করব। এই লক্ষ্যে হাসপাতালের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় জনবল স্থায়ীকরণ এবং আধুনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হবে।"মেয়র জানান, নবজাতকদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হাসপাতালে একটি এনআইসিও (Neonatal Intensive Care Unit) স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, "এনআইসিও স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এক কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। শীঘ্রই এই ইউনিট স্থাপনের কাজ শুরু করা হবে।"মেয়র আরও বলেন, "রোগীদের দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য উন্নত মানের অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন। এজন্য আমি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, যাতে তারা একটি অ্যাম্বুলেন্স দান করে। প্রয়োজনে অ্যাম্বুলেন্সে স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন থাকবে।"মেয়র চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োগ দেওয়া হবে, যাতে রোগীদের সঠিক সেবা নিশ্চিত করা যায়। আপনারা যদি বলেন যে কোন জায়গায় সমস্যা আছে, আমাকে জানান। আমি সে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নেব।"ডা. শাহাদাত হোসেন জানান, একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান পুরো হাসপাতালটিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, "আমরা চাই মেমন মাতৃসদন হাসপাতালকে একটি ফ্রি হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তুলতে, যেখানে রোগীরা আধুনিক চিকিৎসা সেবা পাবেন বিনামূল্যে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে গরিব ও অসহায় মানুষের জন্য এটি বিশাল সুযোগ হবে।"মেয়র বলেন, "আমরা হাসপাতালের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং নতুন জনবল নিয়োগের জন্য কাজ করছি। চিকিৎসকদের কাজের সুবিধার্থে এবং রোগীদের সেবা উন্নত করতে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নেব।"উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "আমি থিওরিটিক্যাল কথা বলি না, আমি বাস্তবসম্মত কাজ করতে চাই। চট্টগ্রামের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে উন্নত করতে যা যা প্রয়োজন, আমরা তা করব।"

চট্টগ্রামে মহেশ খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন শনিবার দুপুরে দক্ষিণ আগ্রাবাদের আবিদার পাড়ার ঠান্ডা মিয়া ব্রিজ, ডাইল ব্রিজ ও নয় নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন মহেশ খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, “খালের পানি যাতে দূষিত না হয়, সে বিষয়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। মেয়র মহোদয় এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের মাধ্যমে এই উদ্যোগকে সফল করতে হবে। এছাড়া চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে বিভিন্ন সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টা দরকার।”তিনি আরও বলেন, “আগামী মে মাসের মধ্যে জলাবদ্ধতা পুরোপুরি শেষ হবে না হয়তো, তবে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বয়ে এই সমস্যা সমাধানে কাজ করা হবে।”জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পে দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “পূর্বের প্রকল্পগুলোতে

অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন এসব বিষয় দেখবে। আমাদের কাজ হচ্ছে জলাবদ্ধতা নিরসনে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থাকে সহযোগিতা করা।"গ্রীষ্মকালে লোডশেডিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গরমের মাত্রা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে লোডশেডিংয়ের পরিস্থিতি নির্ধারিত হবে। সরকার এলএনজি আমদানি বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমার মেরামত এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নয়নে কাজ করছে। বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হবে। বিদ্যুতের অপব্যবহার রোধ করতে হবে। অবৈধ সংযোগ বন্ধ করতে হবে। এয়ার কন্ডিশনার ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার উপরে রাখা উচিত, যা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সহায়ক হবে।"

মহেশ খালসহ চট্টগ্রামের খালের খনন প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের পরেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। তাই প্রথমে দৃশ্যমান উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। সফলতা প্রমাণ হলে প্রয়োজনীয় অর্থায়নে কোনো সমস্যা হবে না।"চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, জনগণের স্বার্থে যেখানে নালা আছে, সেখানে যদি কেউ বিল্ডিং নির্মাণ করে থাকে, তা অপসারণ করতে হবে। আমরা জনগণের স্বার্থে কাজ করছি এবং করব। চট্টগ্রামের খাল পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, ১৬০০ কিলোমিটার নালার পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এটি চলমান থাকবে। আমরা আশা করছি, সামনের বছর অর্থাৎ মার্চ থেকে জুনের মধ্যে জলাবদ্ধতা নিরসনের কাজ সম্পূর্ণ হবে। এ বছর যাতে জলাবদ্ধতা কমে আসে, সে লক্ষ্যে খাল ও নালা পরিষ্কার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। "জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। জনগণকে সচেতন করতে প্লাস্টিক ও পলিথিন না ফেলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে " প্লাস্টিক এক্সচেন্জ" কর্মসূচির আওতায় প্লাস্টিকের পরিবর্তে চাল, ডাল, মুরগি ও পেঁয়াজ বিতরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন এনজিও সংস্থা আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। চট্টগ্রামের ৪১টি ওয়ার্ডে এক্সচেঞ্জিং প্রোগ্রাম এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, শহরের বিভিন্ন স্থানে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে, যাতে জনগণ খাল ও নালায় ময়লা না ফেলে। এটি আমাদের একার শহর নয়, সবার শহর। এই শহরে আমাদের পূর্বপুরুষরা চলাফেরা করেছেন, আমরা করছি এবং ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানরা করবে। তাই আমাদের সবার স্বার্থে শহরকে পরিষ্কার ও সুন্দর রাখা জরুরি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন, সিডিএ'র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম, চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম, চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সিডিএ'র খাল খনন প্রকল্পের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদৌস আহমেদ। উদ্বোধন শেষে উপদেষ্টার নেতৃত্বে বির্জা খাল, চট্টগ্রাম মেডিকেলের পূর্বগেটসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পরিদর্শন করেন তারা।

অস্বচ্ছল রোজাদারদের সহায়তায় এগিয়ে আসুনঃ মেয়র ডা. শাহাদাত

আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল রোজাদারদের পাশে বিত্তবানদের মানবিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। ২৩ নম্বর উত্তর পাঠানটুলী ওয়ার্ড বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহবান জানান তিনি। শুক্রবার আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাহবুব খান জনি এবং সঞ্চালনা করেন আকরাম খান। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম বক্কর। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দীপ্তি, নূর হোসেন গুড্ডু, ফজলুল হক সুমন, সাইফুল ইসলাম রুবেল, জিয়া, আরিফ, আনু, সালাউদ্দিন, আখতার, ইব্রাহীমসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন বলেন, "রমজান আত্মসংযম ও ইবাদতের মাস। এ মাসে সবার উচিত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের সহযোগিতা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আপনাদের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এমন মানবিক কার্যক্রম সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে এবং অসহায় মানুষদের মুখে হাসি ফোটায়।"তিনি আরও বলেন, "একটি সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ গঠনের জন্য দরিদ্র ও অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। বিত্তবান ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে, যাতে কেউ অভুক্ত না থাকে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে এবং এমন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগকে সবসময় উৎসাহিত করবে।"

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮